১.রাষ্ট্রদর্শন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: রাষ্ট্রদর্শন হলো রাষ্ট্র বিষয়ক আদর্শনিষ্ঠ দার্শনিক আলোচনা। যে সকল মূলতত্ত্ব বা নীতি রাজনৈতিক জীবনের মূল উৎস স্বরূপ নিহিত রয়েছে এবং যে সকল মৌলিক আদর্শ রাজনৈতিক বিকাশ ও বিবর্তনকে পরিচালিত করছে, সেগুলির মূল স্বরূপ অনুসন্ধান করা এবং সেই পরমতত্ত্ব ও আদর্শসমূহের মানদন্ডে রাজনৈতিক ঘটনা, আচরণ, রীতিনীতি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের চরম মূল্য নির্ধারণ করাই হলো রাষ্ট্র দর্শনের প্রধান কাজ।

(২) রাজনৈতিক আদর্শ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: আদর্শগত বিচারে গণতন্ত্র হলো এমন এক সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি এক রকমের না হলেও সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে তারা সমান মর্যাদাসম্পন্ন। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে বংশগত, ধনগত ও শিক্ষাগত বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। গণতন্ত্রীরা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ রূপে গণ্য করেন।

(৩) গণতান্ত্রিক সরকারের প্রকারভেদ গুলি কি কি?

উত্তর: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান দুটি প্রকার আছে যথা – (১)প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও (২)পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থা আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যথা- (১)উদারনৈতিক (২)সমাজতান্ত্রিক।

(৪) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারের সুবিধা গুলি কি কি?

উত্তর:(১) এই ব্যবস্থায় জনগণ শাসন কার্যের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় এবং তারা প্রত্যেককেই রাষ্ট্রীয় কাজে উৎসাহ বোধ করে।

(২) সরাসরি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্র -পরিচালনার নীতি নির্ধারিত হওয়ায় রাষ্ট্রের আইন-কানুন সম্পর্কে মানুষের কোন অভিযোগ থাকে না এবং জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

(৫) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দোষ গুলি কি কি?

উত্তর: (১)রাষ্ট্র পরিচালনার মত জটিল বিষয়ে, উন্নত জ্ঞান ও বুদ্ধি সাধারনত জনসাধারণের থাকে না। রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালনার মত জনকল্যাণসাধনের মতো জটিল বিষয়ে, জ্ঞান ও সততা অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই দেখা যায়, সকলের মধ্যে নয়।

(২)কোন নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি জনকল্যাণ সাধক হবে এবং কোন নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি জনকল্যাণসাধক হবে না– এ সম্পর্কে জনগণের দূরদর্শিতা সাধারণত থাকে না।

(৬)' সমাজতন্ত্র' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ' সমাজতন্ত্র' হলো একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলি অপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। অর্থাৎ যে তত্ত্বে সম্প্রত্তি, জমি ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সাধারণের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই তত্ত্বসমর্থিত মতবাদের নাম সমাজতন্ত্র।

(৭) ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের কয়েকজন সমর্থকের নাম লেখ?

উত্তর: এই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল – ফ্রান্সের শাঁ সিমোঁ, চার্লস ফুরিয়ে,
এবং ইংল্যান্ডের রবার্ট ওয়েন।

(৮) গণতান্ত্রিক সরকারের দুটি গুণ উল্লেখ কর?

উত্তর:(১) নৈতিক স্বাধিকার তত্ত্বের ওপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত স্বাধিকার তথ্য অনুসারে প্রত্যেক মানুষের আত্ম বিকাশের অধিকার আছে এবং সমাজের উচিত ওই আত্ম বিকাশে অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করা।

(২)গণতন্ত্রে জনমত গঠনের, সংবাদপত্রের ও অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমের স্বাধীনতা থাকে বলে জনকল্যাণবিরোধী সরকারের সমালোচনায় জনগণ এবং সংবাদ-মাধ্যম মুখর হতে পারে।

(৩)গণতন্ত্রে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভাতৃত্বকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়।

(৪)সর্বোপরি, জনমত গণতন্ত্রের ভিত্তি হওয়ায় শাসকবর্গ স্বৈরাচারী হতে পারে না। জনমত অগ্রাহ্য করলে শাসকবর্গের পুনর্নির্বাচিত না হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

(৯) সমাজ কাকে বলে?

উত্তর: সমাজ বলতে আমরা বুঝি – কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত বহু লোকের সঙ্গবদ্ধ বসবাস। সমাজ হল এমন এক বৃহত্তর সংঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠী যে মানবগোষ্ঠী মোটামুটি একটা স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে সমবেতভাবে কাজ করে।

(১০) কারাগার কি সমিতি, না সম্প্রদায়?

উত্তরঃ কারাগার সম্প্রদায়, কেননা সম্প্রদায়ের দুটি ভিত্তি এখানে উপস্থিত থাকে– আঞ্চলিকতা এবং সম্প্রদায়গত মনোভাব। কারাগারের সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একইভাবে জীবন যাপন করে এবং ঐপ্রকারের জীবন-নির্বাহ থেকে তাদের মধ্যে

'   আমরা সকলে'   মনোভাব অর্থাৎ সম্প্রদায়গত মনোভাব জাগ্রত হয়। কারাগার হচ্ছে সম্প্রদায়।

(১১) কেন বলা হয় যে প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে ভেদ তা মাত্রাগত?

উত্তরঃ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই পার্থক্য কেবলমাত্র।

সমাজ জীবনে অনুষ্ঠানের মূল্য আচার বা প্রথার মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। আচার লঙ্ঘন করলে গোষ্টিজীবনে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্ব অক্ষুন্ন থাকে; কিন্তু প্রতিষ্ঠান অমান্য করলে সমাজ জীবনের সংহতি বিনষ্ট হয়। কাজেই সমাজের সংহতি ও স্থায়ীত্বের পক্ষে অনুষ্ঠানের ভূমিকা আচার বা প্রথার ভূমিকা অপেক্ষা অনেক বেশি।

(১২) প্রতিষ্ঠান কি?

উত্তরঃ কোন সংঘ বা সমিতি পরিচালনার ও সভ্যদের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম নীতি ও কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয় তাকে বলা হয় প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার হচ্ছে প্রতিষ্ঠান।

(১৩) লোকনীতি কাকে বলে?

উত্তরঃ লোকাচার যখন সমাজ জীবনের ন্যায় নীতি তথা নৈতিকতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং অবশ্য পালনীয় প্রথা বা আচার রূপে গণ্য হয় তখন তাকে বলে লোকনীতি। যেমন— বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের নিষেধ হচ্ছে অবশ্য পালনীয় লোকাচার বা লোকনীতি।

(১৪) প্রথা কি?

উত্তরঃ সামাজিক আচরণের অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতিকে বলা হয় প্রথা। ম্যাকাইভার ও পেজকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, প্রথা হলো সামাজিক রীতিনীতি যেগুলি অনুসরণ করে সদস্যরা পানভোজন, বেশভূষা প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

(১৫) মুখ্য গোষ্ঠী বা প্রাথমিক গোষ্ঠী বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ বা মুখোমুখি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তাকে বলা হয় প্রাথমিক গোষ্ঠী বা মুখ্য গোষ্ঠী। যেমন, পরিবার ক্ষুদ্র আকারের বিদ্যালয়, পাড়ার ফুটবল ক্লাব ইত্যাদি।

(১৬) অন্ত গোষ্ঠী ও বহিঃ গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ আমরা যে সংঘের অন্তর্ভুক্ত এবং যে সংঘের সদস্যদের সঙ্গে আমরা পারস্পরিক প্রীতি সহানুভূতি ও আনুগত্যের বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ সেই সংঘ আমাদের অন্তগোষ্ঠী।

আর যে সংঘের আমরা সদস্যভুক্ত ন   ই এবং যে সংঘ সম্পর্কে আমরা উদাসীন অথবা বিরুদ্ধভাব পোষণ করি, সেই সংখ্যকে আমরা বহিঃ গোষ্ঠী বলি।

(১৭) শ্রেণি মনোভাব বলতে কী বোঝায়?

উঃ শ্রেনী মনোভাব বলতে বোঝায়, নিজ শ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে সমতা-মনোভাব এবং ভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের প্রতি ভিন্নতা-মনোভাব।

(১৮) সামাজিক শ্রেণী কি?

উঃ সমাজের কোনো অংশ মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজের অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র হলে ওই অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ সামাজিক শ্রেণী রূপে গণ্য হয়।